USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

DAM
Divine and Humanitarian Service
1958

ACARD

এ-কার্ড: ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি ঋণ গ্রহণের সুযোগ

ইউএসএআইডি
কৃষি সম্প্রসারণ
সহযোগিতা কার্যক্রম
ঢাকা, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকল্প বাস্তবায়নে: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
কারিগরি সহযোগিতায়: কেয়ার বাংলাদেশ ও এমপাওয়ার
অর্থায়নে: ইউএসএআইডি
সহযোগী ব্যাংক: ব্যাংক এশিয়া

mPower

care

Bank Asia

পটভূমি

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় আশি ভাগ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকগণ (যাদের জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের নীচে) ব্যাংকের প্রচলিত ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং একারণে তারা গতানুগতিক ঋণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ৬৯৩টি লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের ৩৪০ লক্ষ (৩৪ মিলিয়ন) সক্রিয় সদস্য/ঋণ গ্রহিতাদের মাঝে ৮৪০ কোটি (৮.৪ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ঋণ বিতরণ করেছে।[১] যদিও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকদের কতখানি উপকার হচ্ছে তা বিতর্কের সৃষ্টি করে কারণ তারা ঋণের অতি উচ্চ সুদ ও পরিশোধের কঠোর নিয়মের মাধ্যমে তাদেরকে ঋণের দুষ্ট চক্রে আটকে ফেলে।

২০১২ সাল থেকে ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা শুরু করে যা ফিড দ্য ফিউচার অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। অঞ্চলটি দারিদ্র্য কবলিত এবং মাটি ও পানির ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা দ্বারা আক্রান্ত।

প্রকল্পটি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করে এবং লক্ষ্য করে যে, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রচলিত ঋণ গ্রহণের সুযোগ নেই বা খুবই কম, যা তাদের কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ খাতে বিনিয়োগের সক্ষমতাকে সীমিত করে দিচ্ছে। এটি আরও পরিলক্ষিত হয় যে, গতানুগতিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম উচ্চ সুদের হার, অধিক্রমণ বা ওভারল্যাপিং ঋণ (ঋণ থাকা অবস্থায় ঋণ গ্রহণ), ঋণ পরিশোধের অপর্যাপ্ত সময়কাল এবং অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় না আনার মত বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হয়।

এ-কার্ডের যৌক্তিকতা

ক্ষুদ্র ঋণের উপর পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ২০১৬ সালে ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম "ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি ঋণ গ্রহণের সুযোগ" নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। যা সংক্ষেপে "এ-কার্ড" নামে পরিচিত। এই উদ্যোগ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ গ্রহণে সহায়তা করে ফলে কৃষকগণ স্বল্প খরচে ও সহজে পরিশোধযোগ্য উপায়ে তাদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

> এই উদ্যোগ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ গ্রহণে সহায়তা করে

যেখানে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে সাধারণত বার্ষিক সুদের হার ২৫-২৭% হয় এবং যা ৪৬ সপ্তাহ মেয়াদে প্রতি সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়, সেখানে এ-কার্ড এর মাধ্যমে গৃহিত ঋণ কৃষকগণ বার্ষিক ১০% সুদে ছয় মাস মেয়াদের শেষে পরিশোধ করতে পারবেন।

এ-কার্ডের ধারণাগত দিক

এ-কার্ড মডেলের লক্ষ্য হচ্ছে, ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি ঋণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং সঞ্চয় ও ঋণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

[১] Bairagi, S. and Shadat, W. B. (2016). Cost Benefit Analysis of Traditional Versus Flexible Microfinance in Bangladesh, Copenhagen Consensus Center, p.8.

এ-কার্ড মডেলটি একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, চারটি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ফিড দ্য ফিউচার অঞ্চলে বাস্তবায়িত অন্য একটি ইউএসএআইডি-এর প্রকল্প যা কৃষি উপকরণ বিক্রেতাদের সহায়তা করে - এদের সাথে একত্রে সম্মিলিত ভাবে শুরু করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে ১০% সুদে ছয় মাস মেয়াদে কৃষি ঋণ বিতরণ করছে যা এক বা একাধিক কিস্তিতে মেয়াদকালীন সময়ে পরিশোধ করা যাবে।

প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য এই মডেলের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার চারটি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত জেলাসমূহের চারটি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রমের অনেক কৃষকই ২০১২ সাল থেকে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত।

বাংলাদেশে এই প্রথম এমন একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যেখানে ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণদান-কারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষকদের ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ প্রদান করছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ব্যাংকের কঠোর নিয়মকানুনের ফলে প্রথাগত ঋণ গ্রহণ ছিল খুব কঠিন কিন্তু পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সেই বাধা দূর করতে পারবে মূলত দুটি কারণে-

১ প্রথমত, কৃষক আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং এই ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পরিচিতি নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আগাম সংগ্রহ করবে।

২ দ্বিতীয়ত, ঋণের আবেদন দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যাংক এশিয়া তাদের সয়ংক্রিয় ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করবে।

এ-কার্ডের বিশেষত্ব

এ-কার্ড উদ্যোগের সাথে জড়িত কৃষকগণ কম সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের সুযোগ পাবে এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণ বিক্রেতার কাছ থেকে এ-কার্ড ব্যবহার করে নিরাপদে ও সহজে কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে পারবে। এ-কার্ড মডেলটি বাংলাদেশ সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র কৃষি ঋণের ধরণ পরিবর্তন করে দিবে, যেহেতু এর ফলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কৃষি বিষয়ক পণ্য ক্রয়ও বৃদ্ধি পাবে।

এ-কার্ডের বিশেষত্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন-

সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সুদের হার

কৃষক যত টাকা উপকরণ ক্রয়ে ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র সেই পরিমাণ টাকার উপর ১০% সরল সুদ প্রযোজ্য হবে ফলে কম সুদ প্রদান করতে হবে। এই হার অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত সুদের হার (যা গড়ে ২৫% বা তার বেশী)-এর তুলনায় যথেষ্ট কম।

ফসল উৎপাদন মৌসুমের ভিত্তিতে সুবিধাজনক ঋণ পরিশোধের সময়

কৃষক ঋণ পরিশোধের জন্য ছয় মাস মেয়াদে যথেষ্ট সময় পাবে যা তাকে ক্ষুদ্র ঋণদান-কারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমের দ্রুত ঋণ পরিশোধের কঠিন নিয়ম থেকে রক্ষা করবে।

এনএফসি প্রযুক্তি সম্বলিত ডিজিটাল কার্ড

প্রত্যেক উপকরণ বিক্রেতার কাছে এনএফসি (NFC-Near Field Communication) প্রযুক্তি সম্বলিত স্মার্ট ফোন থাকায় কৃষকগণ সরাসরি এ-কার্ড ব্যবহার করে উপকরণ ক্রয় করতে পারবে ফলে কৃষকগণ নগদ টাকা বহনের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে। এক্ষেত্রে কৃষক কর্তৃক যেকোন পণ্য ক্রয়ের পরেই ব্যাংক হতে কৃষি উপকরণ বিক্রেতাদের হিসাব নম্বর (একাউন্ট)-এ বিক্রয়ের অর্থ অবিলম্বে পরিশোধিত হয়।

প্রতিটি ক্রয়ের সময় কৃষকদের আঙ্গুলের ছাপ যাচাই করা হবে যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে শুধুমাত্র এ-কার্ডধারী কৃষক এ-কার্ডের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপকরণ বিক্রেতার কাছ থেকে উপকরণ ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছেন।

আঙ্গুলের ছাপ যাচাই প্রক্রিয়া

উপকরণ বিক্রেতা ও কৃষক উভয়েরই ব্যাংকে একাউন্ট থাকবে এবং এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও কৃষকের একটি একাউন্ট থাকবে। ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি অনুকুল আর্থিক সম্পর্ক তৈরী হবে এবং উপকরণ বিক্রেতা ও কৃষক উভয়েরই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সমন্বিত প্রবেশাধিকার

এ-কার্ডের প্রায়োগিক কর্মক্ষমতা বা অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক

এ-কার্ডের অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে যা নীচে বর্ণনা করা হলো:

ক) সূচনা পর্যায়: স্থানীয় সুবিধাভোগীদের চিহ্নিতকরণ ও প্রশিক্ষণ

ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম প্রকল্পের কৃষকদেরকে কৃষক উৎপাদক দলে সংগঠিত করে এবং তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়। একই সাথে তারা সম্ভাব্য কৃষি উপকরণ বিক্রেতাদের মোবাইল ব্যাংকিং-এর জন্য এনএফসি প্রযুক্তি সম্বলিত স্মার্ট ফোন এর ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেয়।

খ) প্রগতি পর্যায়: কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর মধ্যে অংশিদারিত্ব

এই পর্যায়ে ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌথ ভাবে ক্ষুদ্র কৃষক ও উপকরণ বিক্রেতা নির্বাচন করে এবং ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এজেন্ট ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে তাদের একাউন্ট খুলতে সহায়তা করে।

গ) প্রয়োগগত পর্যায়: কৃষকদের এ-কার্ড প্রদান

এই পর্যায়ে ব্যাংক নুতন একাউন্টধারী কৃষকদের এনএফসি প্রযুক্তি সম্বলিত এ-কার্ড প্রদান করে এবং ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুযায়ী ঋণের সীমা ১০,০০০-২০,০০০ টাকা (১২৫-২৫০ মার্কিন ডলার) নির্ধারণ করে। এ-কার্ড ব্যবহার করে কৃষকগণ নির্বাচিত উপকরণ বিক্রেতাদের কাছ থেকে উপকরণ ক্রয় করতে সক্ষম হয়।

ঘ) ঋণ পরিশোধ পর্যায়: ঋণ পর্যবেক্ষণ ও পরিশোধের সময়

চুড়ান্ত পর্যায়ে, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র কৃষকদের পরিবার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন ও ঋণ পরিশোধের সময় ও টাকার পরিমাণ সম্পর্কে তাদের জানাবেন। ঋণ গ্রহণের দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে কৃষকদেরকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

এক নজরে এ-কার্ড মডেল

- প্রকল্প কর্তৃক কৃষকদল গঠন ও প্রশিক্ষণ
- ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ
- উপকরণ বিক্রেতা চিহ্নিতকরণ ও এ-কার্ড বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রকল্প, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাঝে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা
- কৃষকগণের ব্যাংক হিসাব খোলা ও এ-কার্ড প্রাপ্তি
- উপকরণ বিক্রেতাগণের নিকট থেকে কৃষকদের এ-কার্ড ঋণের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ ক্রয়
- এজেন্ট ব্যাংকের বুথে কৃষকগণের ঋণ পরিশোধ (১০% সুদে ছয় মাস মেয়াদে)

সঠিক কৃষক নির্বাচন

এ-কার্ড গ্রহণের জন্য কৃষক নির্বাচনের বিবেচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

- কৃষকদের কমপক্ষে ৫০ শতক উৎপাদনশীল জমির মালিকানা থাকতে হবে;
- কৃষকদের প্রকল্প প্রদত্ত ভেল্যুচেইনের উপরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে;
- কৃষকগণ কোন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী সদস্য হতে পারবে না;
- কৃষকদের মাসিক গড় আয় কমপক্ষে ৬,০০০ টাকা (৭৫ মার্কিন ডলার) হতে হবে।

এ-কার্ড কার্যক্রমভূক্ত এলাকা

প্রথম অবস্থায় ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রমের ফরিদপুর, ভোলা, যশোর ও খুলনা এই চার জেলার ছয়টি উপজেলায় প্রায় ৪,০০০ ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে এ-কার্ড উদ্যোগ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছে।

এ-কার্ডের সাথে জড়িত সুবিধাভোগীদের সুবিধাসমূহ

এ-কার্ড মডেলের কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল সুবিধাভোগীদের অর্থনৈতিক দিক থেকে পারস্পরিক লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে। এ-কার্ডের সাথে জড়িত সুবিধাভোগীগণ নিম্নোক্ত উপায়ে সুবিধাসমূহ অর্জন করতে পারে:

কৃষকদের সুবিধাসমূহ	উপকরণ বিক্রেতাদের সুবিধাসমূহ
- সুসংগঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক তৈরী; - সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সুদে ও সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করতে পারা; - টাকা বহনের ঝুঁকি এড়িয়ে এ-কার্ডের মাধ্যমে উপকরণ বিক্রেতার সাথে সরাসরি লেনদেন করতে পারা; - উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন অতিরিক্ত চার্জ না থাকা; - ঋণ পরিশোধের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ফসল বিক্রির প্রয়োজন না হওয়া।	- এ-কার্ড ব্যবহারকারী প্রচুর সংখ্যক সম্ভাব্য কৃষকদের সাথে লেনদেনের সুযোগ হওয়া; - টাকা বহনের ঝুঁকি কম হওয়া; - উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ডিলারদের সাথে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ হওয়া; - লেনদেনের দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের ফলে প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের অন্যান্য গুণগত মানসম্পন্ন আর্থিক সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হওয়া।
ব্যাংকের সুবিধাসমূহ	**ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সুবিধাসমূহ**
- নুতন ও সক্রিয় গ্রাহকগণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক ও বিনিয়োগ সম্ভবনা তৈরী করা; - কৃষকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক এশিয়ার ব্র্যান্ড ভেল্যু প্রতিষ্ঠিত হওয়া; - বিতরণকৃত ঋণ শুধুমাত্র কৃষি উপকরণ ক্রয়ে ব্যবহার হয়েছে তা নিশ্চিত করা; - ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্যারেন্টর হওয়ায় খেলাপী ঋণ এর কোন ঝুঁকি না থাকা।	- ঋণ আদান প্রদান ও এর প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা ও লেনদেনের ভিত্তিতে কমিশন পাওয়া; - বাণিজ্যিক ব্যাংক এর সাথে অংশিদারিত্ব তৈরী হওয়া যা তাদের লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর কাছে বিশ্বস্ততা - কৃষকদের মাঝে অন্যান্য ঋণ সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়া; - প্রকল্প থেকে তাদের কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা পাওয়া।

অংশীদারিত্বের ধরণ

কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রমের দায়িত্ব

- দল গঠন ও এ-কার্ডের জন্য কৃষক নির্বাচনের মানদন্ড তৈরী করা;
- এ-কার্ডের জন্য কৃষকের যোগ্যতা বিবেচনা করা ও তাদের ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধনে সহযোগিতা করা;
- কৃষক উৎপাদক দল ও উপকরণ বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- ব্যাংকের সাথে এ-কার্ডের খরচ বহনে অংশিদার হওয়া;
- এ-কার্ডের ঋণ পরিশোধে কৃষকদের সহায়তা করা;
- এ-কার্ড মডেল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও বিস্তারের জন্য ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে সংযুক্ত হওয়া;
- এ-কার্ড কার্যক্রমের সফলতা নিরূপনে প্রাক ও পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

- কৃষকদের সঞ্চয়ী হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা;
- এ-কার্ডের কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাংকের সাথে একত্রে কাজ করা;
- কৃষকদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণে ব্যাংক-কে সুপারিশ করা;
- ব্যাংকে মেয়াদী সঞ্চয় হিসাব পরিচালনা করা;
- ঋণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে কৃষকের ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করা;
- ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের দায়িত্ব

- কৃষকদের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও এ-কার্ড প্রদান করা;
- ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং সিষ্টেম প্রতিষ্ঠা করা;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে মাসিক প্রতিবেদন প্রদান করা;
- ঋণ সেবা সম্প্রসারণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সম্পৃক্ত হওয়া।

প্রত্যাশিত ফলাফল

ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম ২০১৬ সালের আগষ্ট মাসে এ-কার্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও একই সাথে নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের সাথে একটি কর্মশালার আয়োজন করে এবং ৩০ জন কৃষকের মাঝে এ-কার্ড বিতরণ করে। বর্তমানে এ-কার্ড কার্যক্রমের আওতাধীন একটি অঞ্চলে ৩০০ জন কৃষক, ১০ জন উপকরণ বিক্রেতার কাছ থেকে এ-কার্ড ব্যবহার করে পণ্য ক্রয় করছেন এবং আরও ৭০০ জন কৃষক ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এ-কার্ডের আওতায় আসবে।

এটা প্রত্যাশিত যে-

- **২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে ৪,০০০ ক্ষুদ্র কৃষক এ-কার্ড গ্রহণ করবে;**
- **২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১০,০০০ ক্ষুদ্র কৃষক এ-কার্ড গ্রহণ করবে এবং**
- **২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৫০,০০০ ক্ষুদ্র কৃষক এ-কার্ড গ্রহণ করবে।**

এ-কার্ডের প্রত্যাশিত ফলাফলের মধ্যে রয়েছে-

- ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রায় ৪,০০০ জন ক্ষুদ্র কৃষকের ব্যাংকে একাউন্ট থাকবে এবং এ-কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে তারা কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবে;
- ঋণ গ্রহিতাদের প্রায় ৯৮% তাদের ঋণ যথাযথ নিয়মে পরিশোধ করবে;
- কার্ড গ্রহণকারীদের প্রায় ৮০% পরিবার অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওভারল্যাপিং ঋণ নেওয়া হতে বিরত থাকবে;
- এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কৃষকদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে;
- ৬০% এর বেশী কৃষকের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে;
- প্রায় ৫০% কৃষক আগের বছরের তুলনায় বেশী দামে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করবে।

স্থায়িত্বশীলতা পরিকল্পনা

এটি ধারণা করা যায় যে, এ-কার্ড মডেলে ঋণ আদায় হার অনেক বেশী হবে কারণ সুদের হার মাত্র ১০% ও শুধুমাত্র যত টাকা ব্যবহার হয়েছে তার উপরে সুদ হিসাব করা হয় এবং পরিশোধের মেয়াদও ৬ মাস। অংশগ্রহণকারী কৃষকগণ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করবে, বাজারের সাথে তাদের সংযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষকদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা শক্তিশালী হবে। যেহেতু কৃষকগণ ডিজিটাল কার্ড, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়মিত ঋণ আদান প্রদানে সংশ্লিষ্ট থাকে ও একই সাথে তারা ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করে এতে আশা করা যায় যে, তাদের আত্মনির্ভরশীলতা, সঞ্চয়ী মনোভাব ও ভবিষ্যত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষকদের সঞ্চয় ও এ-কার্ডের ঋণের সুদ থেকে প্রাপ্ত আয় হতে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যয় বহন করতে পারবে। এভাবে এই বাজারমূখী পন্থা (এ্যাপ্রোচ) এবং অংশিদারিত্বমূলক স্থায়িত্বশীল সহযোগিতা পরিকল্পনার মাধ্যমে এ-কার্ড কার্যক্রম পরবর্তীতে দাতাদের সহযোগিতা ছাড়াই সম্প্রসারিত হবে বলে ধারণা করা যায়।

চিত্র: এ-কার্ডের মাধ্যমে উপকরণ বিক্রেতার কাছ থেকে কৃষি উপকরণ কিনছেন কৃষক

চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি

নিম্নোক্ত ঝুঁকি সমূহ এ-কার্ড কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিকল্পনাকে ব্যহত করতে পারে:

- যেকোন অংশিদারের অনাগ্রহ;
- ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন;
- কৃষকগণের এর চাইতেও সুবিধাজনক শর্তে ঋণ গ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তি;
- কৃষকগণের ফসল উৎপাদনে প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন বণ্যা, সাইক্লোন এবং খরার প্রভাব;
- উপকরণ বিক্রেতার সঠিক দামে গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ না করা;
- প্রকল্প সময়ের পরে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকা;
- কৃষকগণের আওতার ভিতরে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এজেন্ট ব্যাংক কার্যক্রম না থাকা।

ভবিষ্যত সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও উপসংহার

এ-কার্ডের প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশাবাদী যে, এই কার্যক্রমটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হবে এবং এর ফলে আরও অনেক কৃষক ও উপকরণ বিক্রেতাগণকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এই উদ্যোগের দ্বিতীয় ধাপে, এই প্রক্রিয়ার সাথে অন্যান্য ভেল্যুচেইন এ্যাক্টর যেমন-স্থানীয় সেবাদানকারী, উপকরণের ডিলার, কোম্পানী, মিল মালিক ও পাইকারী বিক্রেতাদেরকেও সম্পৃক্ত করা হবে এবং নিশ্চিত করা হবে যে ভেল্যুচেইনের বিভিন্ন স্তরে লেনদেন ডিজিটাল হওয়ার ফলে সকল এ্যাক্টরগণই লাভবান হচ্ছেন।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

DAM 1958

ACARD

প্রকল্পের নতুন উদ্যোগ- "এ-কার্ড: ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষি ঋণ গ্রহণের সুযোগ"

এ-কার্ড ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রমের একটি অনন্য উদ্যোগ, যার ফলে কৃষকগণ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সরাসরি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক- ব্যাংক এশিয়া থেকে সহজ শর্তে ও কম সুদে ঋণ গ্রহণ করছে। কৃষকগণ তাদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ স্থানীয় নির্বাচিত উপকরণ বিক্রিতার কাছ থেকে সহজেই ক্রয় করতে পারছে। উপকরণ বিক্রেতাগণ লেনদেনে এনএফসি প্রযুক্তি সম্বলিত স্মার্ট ফোন ব্যবহার করছেন; গ্রামীণ কৃষকদের আর্থিক লেনদেনে এনএফসি প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশে এটিই প্রথম।

এই প্রকাশনাটি ইউএসএআইডি-এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকাশনার সামগ্রিক বিষয়বস্তুর দায়বদ্ধতা ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের। এতে ইউএসএআইডি বা আমেরিকান সরকারের কোন মতামত প্রতিফলিত হয়নি।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

বিদ্যুৎ মহলদার
চিফ অব পার্টি
ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ সহযোগিতা কার্যক্রম
বাড়ি: ৭, রোড: ২/১, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৮৪৫, ই-মেইল: b.mahalder@aesabd.org
ওয়েব সাইট: www.aesabd.org

mPower care Bank Asia mSTAR JDL sedop